বিষয় ভিত্তিক আলোচনা শুনতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো
Genius Educare
পিডিএফ আকারে যে কোনো প্রশ্ন পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ফলো করো।
www.geniuseducare.com

সন্ত মাদার টেরিজাঃ

৮.৯) প্রদত্ত সূত্র ও তথ্য অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করো : সন্ত মাদার টেরিজাঃ

জন্ম- ২৬ আগষ্ট, ১৯১০, যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপে **পিতা-** নিকোলা (জন্মসূত্রে আলবেনীয়)। **মাতা-** দ্রানা বোজজিউর পাঁচ সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ গন্‌জা অ্যাগ্নেস। **কলকাতায় আসেন-** ১৯২৯ সালের ৬ জানুয়ারি কলকাতায়। সেখান থেকে দার্জিলিং। **সন্ন্যাসব্রত-** ১৯৩১ সালের ২৫ মে। লোরেটো কনভেন্টে আসেন। এরপর সেন্ট মেরিজে ভূগোল ও ধর্ম বিষয়ে পড়াতে থাকেন। **আর্ত মানুষের সেবা-** ১৯৫০ সালে ৭ অক্টোবর স্থাপন করেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। **পুরষ্কার-** ১৯৭৯ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার। ১৯৮০ সালে ভারতরত্ন। **মৃত্যু-** ৫সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। **সন্ত-** ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সন্ত মাদার টেরিজাঃ

উঃ– ভূমিকা- মাদার টেরিজা যার আসল নাম ছিল আনিয়েজ গঞ্জে বয়জিউ। তিনি ছিলেন একজন আলবেনীয় বংশোদ্ভুত ভারতীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সেবা করেছেন।সেই সঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিকাশ ও উন্নয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।প্রথমে ভারতে ও পরে সগমবিশ্বে তাঁর এই মিশনারি কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।তাঁর মৃত্যুর পর পোপ দ্বিতীয় জনপল তাঁকে স্বর্গীয় আখ্যা দেন এবং তিনি কলিকাতার স্বর্গীয়/পবিত্র টেরিজা নামে পরিচিত হন।

জন্ম- আনিয়েজ গঞ্জে বয়জিউ ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট অটোম্যান সাম্রাজ্যের ইউস্কুবে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ২৬ আগস্ট জন্ম হলেও তিনি ২৭ আগস্ট তারিখটিকে তাঁর প্রকৃত জন্মদিন মনে করতেন। কারণ ওই তারিখেই তাঁর ব্যাপটিজম সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রথম জীবন- তিনি ছিলেন নিকোলো ও দ্রানা বয়াজুর কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁদের আদি নিবাস ছিল আলবেনিয়ার শকড্যর অঞ্চলে। তাঁর পিতা আলবেনিয়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯১৯ সালে মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁকে রোমান ক্যাথলিক আদর্শে লালন-পালন করেন। ১২ বছার বয়সে তিনি ধর্মীয় জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ১৮বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে একজন মিশনারি হিসেবে যোগ দেন সিস্টার্স অফ লোরেটো সংস্থায়। মা আর দিদিদের সঙ্গে আর তার কোনোদিন দেখা হয়নি।

শিক্ষা জীবন- অ্যাগনেস প্রথমে আয়ারল্যান্ডের রথফার্নহ্যামে লোরেটো অ্যাবেতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে যান। কারণ এই ভাষাই ছিল ভারতে সিস্টার্স অফ লোরেটোর শিক্ষার মাধ্যম। ১৯২৯ সালে ভারতে এসে দার্জিলিঙে নবদীক্ষিত হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ সালের২৪ মে তিনি সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষক সন্ত - Therese de Lisieux এর নামানুসারে টেরিজা নাম গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ মে পূর্ব কলকাতায় একটি লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়ানোর সময় তিনি চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

স্কুলে পড়তে তাঁর ভাল লাগলেও কলকাতার দারিদ্র্যে তিনি উত্তরোত্তর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে শহরে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ আর মৃত্যু। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাতেও বহু মানুষ মারা যায়। এই সব ঘটনা টেরিজার মনে গভার প্রভাব বিস্তার করে।

আর্তমানুষের সেবা- ১৯৪৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ধর্মীয় নির্জনবাসের জন্য দার্জিলিং যাওয়ার সময় তার মধ্যে এক গভীর উপলব্ধি আসে। এই অভিজ্ঞাতাকে পরবর্তীতে 'the call within the call' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে মিশনারির কাজ শুর করেন। পোষাক হিসেবে পরিধান করেন নীল পারের একটি সাধারণ সাদা সুতির বস্ত্র। এ সময়ই ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বস্তি এলাকায় কাজ শুরু করেন। প্রথমে মতিঝিলে একটি ছোট স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেন। তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে থাকেন। তার এই কার্যক্রম অচিরেই ভারতীয় কর্মকর্তাদের নজরে আসে। স্বয়ং-প্রধানমন্ত্রীও তার কাজের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিকের এই দিনগুলো তার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। এ নিয়ে ডায়রিতে অনেক কিছুই লিখেছেন। সে সময় তার হাতে কোন অর্থ ছিল না। গরীব

বিষয় ভিত্তিক আলোচনা শুনতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো
Genius Educare
পিডিএফ আকারে যে কোনো প্রশ্ন পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ফলো করো।
www.geniuseducare.com

এবং অনাহারীদের খাবার ও আবাসনের অর্থ জোগাড়ের জন্য তাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো। ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। এসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ই হতাশা, সন্দেহ ও একাকিত্ব বোধ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, কনভেন্টের শান্তির জীবনে ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল হবে। ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর তেরেসা "ডায়োসিসান কনগ্রেগেশন করার জন্য ভ্যাটিকানের অণুমতি লাভ করেন। এ সামবেশই পরবর্তীতে মিশনারিস অফ চ্যারিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম- ১৯৮২ সালে বৈরুত অবরোধের চূড়ান্ত প্রতিকূল সময়ে মাদার টেরিজা যুদ্ধের একেবারে ফ্রন্ট লাইনের হাসপাতালে আটকে পড়া ৩৭টি শিশুকে উদ্ধার করেন। মাদার টেরিজা ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্তদের কাছে গিয়েছেন, আমেরিকার ভূমিকম্পে আক্রান্তদের মাঝে সেবা পৌঁছে দিয়েছেন। ১৯৯১ সালে তিনি মাতৃভূমি আলবেনিয়াতে এসে "মিশনারি অফ চ্যারিটি ব্রাদার্স হোম" স্থাপন করেন। ১৯৯৬ সালে পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে মোট ৫১৭টি মিশন পরিচালনা করছিলেন।

পুরষ্কার- ১৯৭৯ সালে মাদার টেরিজা নোবেল শান্তি পুরষ্কার পান এবং ১৯৮০ সালে ভারতরত্ন পুরুষ্কার লাভ করেন।

স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যু- ১৯৮৩ সালে পোপ জন পল ২ এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রোম সফরের সময় মাদার টেরিজার প্রথম হার্টঅ্যাটাক হয়। ১৯৮৯ সালে আবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর তার দেহে কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করা হয়। ১৯৯১ সালে মেক্সিকোতে থাকার সময় নিউমোনিয়া হওয়ায় হৃদরোগের আরও অবনতি হয়। ১৯৯৬ সালে এপ্রিলে পড়ে গিয়ে কলার বোন ভেঙে ফেলেন। আগস্টে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এর পাশাপাশি তাঁর বাম হৃৎপিন্ডের নিলয় রক্ত পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ১৩ই মার্চ মিশনারিস অফ চ্যারিটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাড়ান। ৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সন্ত উপাধি লাভ- ২০১৫ সালে ১৭ ডিসেম্বর ভ্যাটিকান নিশ্চিত করে যো পোপ ফ্রান্সিস মাদার টেরিজার একটি দ্বিতীয় অলৌকিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেটিতে একাধিক মস্তিষ্কের টিউমার সহ একজন ব্রাজিলিয়ান মানুষের নিরাময় জড়িত। পোপ ফ্রান্সিস ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬তে ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অণুষ্ঠানে তাকে সন্ত উপাধি প্রদান করেন। ১৫জন সরকারী প্রতিনিধি এবং ইতালি থেকে ১৫০০গৃহহীন মানুষ সহ শত সহস্র মানুষ অণুষ্ঠানের জন্য জড়ো হন।

দিশা কোচিং সেন্টার